দৈনিক খবর

তারিখ 26 NOV 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

27

প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় শিক্ষা বোর্ড প্রসঙ্গে কিছু কথা

দেশের ৪টি শিক্ষা বোর্ডকে আঞ্চলিক বোর্ডে রূপান্তরিত করে ঢাকায় একটি কেন্দ্রীয় শিক্ষা বোর্ড স্থাপনের তোড়জোড় চলছে বলে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক প্রকাশিত খবরে জানা গেছে। ১৯৮৪ সালে স্বৈরাচারী সরকারের আমলে গঠিত এক সদস্য বিশিষ্ট এনাম কমিটির রিপোর্টের বাস্তবায়নে দীর্ঘ ৮ বছর পর বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার তৎপর হয়েছেন। প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় শিক্ষা বোর্ডে ৯৪ জন কর্মকর্তা এবং কর্মচারী থাকবেন। এদের মধ্যে একজন চেয়ারম্যান, ২ জন ডিরেক্টর, ২ জন এসিস্টেন্ট ডিরেক্টর, ১ জন একাউন্টস এন্ড অডিট অফিসার, ১ জন পাবলিক রিলেশন অফিসার, ১ জন প্রেস ম্যানেজার, ৫১ জন তৃতীয় শ্রেণীর ও ৩৫ জন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী থাকবেন। ৪টি বোর্ডের চেয়ারম্যানরা কেন্দ্রীয় বোর্ডের অধীনে ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালনকরবেন।

অতীতে ১৯৬০ সাল নাগাদ দেশে একটি মাত্র শিক্ষা বোর্ড ছিল। তখন লোক সংখ্যানুপাতে ছাত্র-ছাত্রীর এবং স্কুল-কলেজের সংখ্যাও ছিল কম। পরবর্তী পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন প্রয়োজনের তাগিদেই ১৯৬২ সালে তদানীন্তন পাক সরকারের আমলে রাজশাহী, কুমিল্লা ও যশোরে শিক্ষা বোর্ড স্থাপিত হয়। প্রয়োজনের তাগিদে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা ব্যবস্থার আরো পরিবর্তনের দরকার হলেও তা কেন্দ্রীয়করণ না বিকেন্দ্রীকরণমুখী তা গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে। এ অবস্থায় প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় শিক্ষা বোর্ড স্থাপনের পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে কেন? কি ফায়দা হবে এতে?

দেশে প্রতিষ্ঠিত ৪টি শিক্ষা বোর্ডকে ডিমোশন দিয়ে আঞ্চলিক বোর্ডে রূপান্তরিত করে তাদের উপর খবরদারীর জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষা বোর্ড স্থাপিত হলে কাজকর্মের ও সংশ্লিষ্ট মহলের সুবিধা হবে না অসুবিধা হবে সেদিকটি বিশেষভাবে চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তা হবে মাথার ওপর আরেকটি মাথা বসানোর মতো। কেন্দ্রীয় বোর্ডের অনুমোদনের জন্য আঞ্চলিক বোর্ডের ফাইলের চালাচালির কাজটি যাবে বেড়ে। এর ফলে প্রশাসনিক জটিলতা দেখা যাবে মারাত্মকভাবে এবং পরীক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের দুর্ভোগ নেমেআসবে।

দেশের প্রশাসন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে যখন কোন নতুন বিভাগ বা মন্ত্রণালয় গঠনের কথা উঠে তখনই অভিজ্ঞ মহল শংকিত হন। কারণ আমলা ও মন্ত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি হলেও দেশ, জাতি ও জনগণের কল্যাণে উল্লেখযোগ্য কিছুই হয় না। কেন্দ্রীয় শিক্ষা বোর্ড স্থাপনের ব্যাপারেও একই ধরনের আশংকার কারণ রয়েছে।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা বোর্ড স্থাপনের যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে তা বাস্তবায়িত হলে জনগণের দুর্ভোগ বেড়েই যাবে। আজকের যুগ বিকেন্দ্রীকরণের যুগ। রাজধানী ঢাকাই একমাত্র বাংলাদেশ নয়। ৬৮ হাজার গ্রামের ১২ কোটি জনগণ নিয়েই বাংলাদেশ। দেশের সকল অঞ্চলের জনগণের আশা-আকাংখার প্রতিফলন থাকতে হলে তাদের সুবিধা-অসুবিধার সমুদয় দিক বিবেচনা করতে হবে এবং এদিকটি উপেক্ষা করে জাতি ও জনগণের কল্যাণ কিছুতেই হতে পারে না।

দেশের জনসংখ্যা আশংকজনকভাবে বাড়ছে। শিক্ষিতের হার বৃদ্ধির জন্যে সরকারের আন্তরিক উদ্যোগও পরিলক্ষিত হচ্ছে। উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের জন্য বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার বহুবিধ পদক্ষেপ নিয়েছেন। কিন্তু পরিকল্পিত কেন্দ্রীয় শিক্ষা বোর্ড গঠনের বিষয়টি সরকারের অনুসৃত নীতির সাথে মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বিধায় জনগণের কাছেও তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কারণ নবতর ব্যবস্থায় বর্তমান বোর্ডগুলো স্বায়ত্তশাসন হারাবে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় থাকার পরও কেন্দ্রীয় শিক্ষা বোর্ড নামে আরেকটি অভিভাবক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে। তদানীন্তন সামরিক সরকারের আমলে শিক্ষা সংকোচন নীতির আলোকে গঠিত এনাম কমিটির পরিত্যক্ত এ সুপারিশ বাস্তবায়িত হলে বোর্ডগুলোর প্রশাসনিক জটিলতা বেড়ে যাবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অপেক্ষা করতে হবে কেন্দ্রীয় বোর্ডের মতামতের জন্য। মাথাভারী প্রশাসনের যাঁতাকলে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হবে পরীক্ষার্থী, পরীক্ষক ও শিক্ষক ও অভিভাবক মহলের। তাছাড়া আঞ্চলিক বোর্ডগুলোর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বদলী, নিয়োগ ইত্যাদি ব্যাপারে মারাত্মক ভোগান্তির সৃষ্টি হবে। টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত সমগ্র দেশের ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের গাঁটের অর্থ ব্যয় করে ঢাকায় যাতায়াত করতে হবে।

বৃটিশ শাসনামলে এ ভূখন্ডে কোন শিক্ষা বোর্ড না থাকাতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ছুটতে হয়েছিল কলকাতায়। দেশ স্বাধীনের পর ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'ইস্ট পাকিস্তান সেক্রেটারী এডুকেশন বোর্ড'। এরপর বাস্তবতার তাগিদে সময়ের চাহিদা পূরণের জন্য স্থাপিত হলো যশোর, রাজশাহী, কুমিল্লায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড। অতঃপর জনসংখ্যার সাথে স্কুল-কলেজ ও ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে দেশে আরো ৪টি শিক্ষা বোর্ড স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা হবে এটাই স্বাভাবিক। এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাবার নামে বহু শিক্ষা